আমার কি তাতে ?

❖ দধিচী।

কিছু দিন ধরে আমি 'দধিচী' ছদ্মনাম নিয়ে গল্প লিখছি। যথা সম্ভব বাস্তবিক প্রেক্ষাপটেই লেখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার পরেও মনে হঠাৎ হঠাৎ এক দুর্ভাবনার উদয় হয়। আমি 'দধিচী' এই শব্দটির অপমান করছি না তো? দধিচী সেই মহান ঋষির নাম যিনি অপরের জন্য অর্থাৎ দেবতাদের জন্য নিজের প্রানাহুতি দিয়েছিলেন। আর আমি ? আমি তো সাধারন মধ্যবিত্ত। না মধ্যবিত্ত হওয়া কিছু দোষের নয় তা আমি জানি। কিন্তু যা দোষের তা হচ্ছে আমি সেই নীরব শ্রেনীর প্রতিনিধিত্ব করছি, যাদের জীবনের একটি মাত্র মূলমন্ত্র, "তাতে আমার কি"? কিছু দিন ধরে আমার গায় জ্বালা করছে। কেন প্রতিবৎসর সামাজিক অধঃপতনের ছবি মনোরঞ্জক গল্পের মোড়কে পরিবেশন করতে হবে? সরাসরি বললেই বা সমস্যা কি? ভাবুন তো মোড়কে ঢাকা গল্পগুলি পড়ার পর আমরা কি করি? কিছুক্ষন ভাবি, তারপর খাবার খেয়ে শুতে চলে যাই!! তাই এবার আমার বাস্তব চিত্র দেখাই। এই দাবি শুধু আমার নয়, আপনার এবং সবার, যারা নীরব "আমার তাতে কি" শ্রেনীর অন্তর্ভূক্ত।

আমাদের জীবনের শুরু থেকে শেষ হল মানিয়ে নেওয়ার গল্প। আমাদের গায়ে সহজে কিছু আঁচড় কাটতে পারেনা। যুগ যুগান্তর ধরে অর্জিত রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার আমাদের। আমরা মধ্যবিত্ত, সরকারী চাকুরীই সব। আমরা অনেকেই নিষ্ঠাবান। আপিসের বাবু ঘুষ নিচ্ছেন, আমার বিবেকে বাঁধে, তবুও আমরা প্রতিবাদ করিনা। কেন বলুন তো? কারন আমাদের কি যায় আসে তাতে, সদ্য চাকুরীপ্রাপ্ত তন্বী যুবতীর শরীরের উপর অফিসের বড়বাবুর লালসাও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না, তবুও আমরা চুপ। কারন পুরো পরিবারের দায়িত্ব আপনার উপর। তার উপর ট্রান্সফারের জুজু ভয় তো তাড়া করে চলেছেই। তাইতো রাজনৈতিক দলের কাকাবাবু যদি বলেন 'ব্রিটিশ ভারতের মঙ্গলার্থে এসেছিল'; তাহলেও আপনার 'হ্যাঁ' বলা ছাড়া উপায় নেই। যদি বলি ব্যাপারটা মারাত্মক রকমের বাজে হয়ে যাচ্ছে না তো? আশাকরি এক্ষেত্রেও উত্তরটা তৈরী, "আমার কি তাতে?"

আমি এক ইঞ্জিনীয়ার। অনেক পয়সা খরচ হয়েছে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। তাই পাড়ার অমুক ভাই

Scanned by CamScanner

এসে যখন বলেন কনস্ট্রাক্শনের খরচ কমাতে, তখন আমি মুখের উপর না বলতে পারিনা। কারন 'ভাই'(!) এর কোমরের পাশে ঝুলে থাকা চক্চকে বস্তুটাকে আমি ভয় পাই। আর তাছাড়া ও আমার কি ভাই? তাই না? কিন্তু যখন সেই কম খরচে বানানো পুল ফ্ল্যাট ভেঙে পড়ে মানুষের প্রান যায়, তখন কিন্তু নিজেকে দোষী মনে হয়, ভগবানের কাছে দয়া প্রার্থনা করে বলি 'ভগবান আমার কিছু করার ছিল না, আমি কিই বা করতে পারতাম'।

যখন দাঙ্গা হয় তখন কিন্তু আমি ভালোভাবেই জানি কে দায়ী; ধর্মোন্মাদদের রক্তচক্ষুর দিকে তাকাতে পারিনা আমি। যখন শানিত তরবারির ফলায় গর্ভবতী মহিলার উদর ছিন্নভিন্ন করে অথবা দুধের শিশুর গলায় কোপ বসায় তখন আমি নীরবে হাত জোড় করে ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে বলি; ভগবান যদি আমার হাতে শক্তি থাকতো তাহলে এই নরপিশাচদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতাম। ভগবান মুগ্ধ হন, আর ভাবেন আমার সৃষ্টির সমালোচনা? কোন কোন সময়তো নিজের ধর্মাবলম্বীদের কাজে খুশীও হই। বিশেষত যখন নাস্তিকদের মাঝ বাজারে খুন করা হয়। ধর্ম আমার দুর্বল স্থান আর তার জন্য কেউ যদি আমাকে দুর্বল বলে তাহলে আমি সহ্য করবো কেন? আমার ঈশ্বরকে নিয়ে কিছু বলে কেন ওরা, ক্ষমতা থাকলে অমুকের ঈশ্বর নিয়েও বলুক। মাধ্যাকর্ষনের থেকেও বেশী শক্তিশালী ধর্মাকর্ষন। আর পূন্যের লোভ তো আমারও আছে।

রাস্তায় একা চলতে থাকা নারীর উপর যখন মানুষরূপী হায়েনার দল ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মাংস খুবলে খায়, তখন আমারও রাগ হয়। ওদের গোপনাঙ্গ কেটে নেওয়ার অঙ্গীকার করি ফেসবুকে, কালো প্রোফাইল পিকচার লাগাই, মোমবাতি হাতে নিয়ে সেলফি তুলি। পরের দিন বন্ধু রাস্তা চলতি কোন মেয়েকে দেখে কটুক্তি করে তখন আমি কিছু বলি না, বন্ধু মানুষ বলে কথা। আর তাছাড়া আমার কি? এখন নিশ্চই প্রতিবাদ করবেন আমি শুধুমাত্র মধ্যবিত্তকেই টার্গেট করছি কেন? কারন সোজা, সমাজে তিন শ্রেনীর লোক থাকে, শাসক, শোষক আর নীরব। আর সবথেকে প্রয়োজনীয় শ্রেনী হচ্ছে নীরব।

এই শ্রেনী যখন নীরব থেকে যায়, তখন শাসকরা শোষন করতে থাকে আর শোষিতরা শোষনের শিকার হয়। উল্টো ঘটনাটাও কিন্তু ঘটে। যুগান্তর দল, অনুশীলন সমিতির নাম তো সকলের জানা আছে। মধ্যবিত্ত নীরব তখন সরব হয়েছিল। আমরা পারি কিন্তু করি না। কারন সেই 'তাতে আমার কি?' মনোভাব আমাদের অনেক কিছু। পিঠ দেওয়ালে ঠেকিয়ে রাখলে দেওয়ালও ভেঙে পড়তে পারে। চলুন একবার চেষ্টা করে দেখি 'আমার কি' কে 'আমার সবে' পরিবর্তীত করতে। আমি আর পাপ করতে রাজী নই। আমার স্বর মিনমিনে নয়, সজোরে বলতে চাই 'আমি সাধারন লোক' বলছি। আমি বদলে যাচ্ছি, আর আপনি ??

* * * *

Scanned by CamScanner